For private cleculation only.

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

For private circulation only.

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

নিবেদন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব উপলক্ষে সমাজের মধ্যে একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আলোচনার ফলে যাহা সত্য তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হউক, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এই আলোচনায় সাক্ষাৎ ও প্রকাশ্য ভাবে অথবা ব্যক্তিগত ও পরোক্ষভাবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের প্রাচীন নেতা; সকলেই তাঁহাদিগকে জানে, সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে; সকলেই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করে। তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহারা factsএর সম্মুখে facts, প্রমাণের সম্মুখে প্রমাণ, ও যুক্তির সম্মুখে যুক্তি উপস্থিত করিলে সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। Factsএর বদলে তাঁহাদের উক্তি, প্রমাণের বদলে তাঁহাদের প্রতিপত্তি, ও যুক্তির বদলে তাঁহাদের নাম উপস্থিত করিয়া কোন লাভ নাই।

আমরা সমাজের অতি সামান্য ও নগণ্য সভ্য মাত্র। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নামের জোরে আমাদের কথা চাপা পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ফল যাহাই হউক, সত্যের উপর ভরসা রাখিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

বর্ত্তমান আলোচনা বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথকে লইয়া

প্রথমে একটি কথা বলিয়া লই। বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথকেই সম্মানিত সভ্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে; বর্ত্তমান কালে তাঁহার মতামত কিরূপ তাহাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।*

মানুষের জীবনে সমগ্রতার একটি ঐক্য আছে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথাকেও বর্ত্তমান কালের সহিত মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। সুদূর অতীত কালের কোন একটি খুঁটিনাটি ঘটনা বা কোন একটি বিশেষ উক্তিকে, সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও চরম সার্থকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা সম্পূর্ণ দেখা নহে; এই দেখা শুধু যে আংশিক তাহা নহে, খণ্ডিত আকারের মধ্যে ইহা একান্তভাবে মিথ্যারূপেই দেখা।

গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালকে ডিঙ্গাইয়া, গত কুড়ি বৎসরের কথা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া, শুধু পুরানো কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সেই জন্য আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে বর্ত্তমান আলোচনা বর্ত্তমানকালকে লইয়াই করা হউক।

প্রামাণ্য মতামত

আরেকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করিবার জন্য যথেষ্ট প্রামাণ্য সামগ্রী রহিয়াছে। গত কুড়ি

---

* কেহ যেন মনে না করেন যে পূর্ব্বেকার কথায় আপত্তিযোগ্য কিছু আছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো বয়সের কোনো রচনা বা কোনো মতামতের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাহাতে তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য করা সম্বন্ধে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে বর্ত্তমান আলোচনা বর্ত্তমান মতামত লইয়াই হওয়া উচিত।

বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত ইংরাজি ও বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা ৬০।৭০ খানির কম হইবে না। ইহা ব্যতীত অনেক প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে মতামতের বিচার করুন, অপরের নিকট শোনা কথা লইয়া বাদবিতণ্ডা করিবার আবশ্যকতা নাই।

ব্রাহ্মসমাজে সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয় ভাব

একটা কথা উঠিয়াছে যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে "অনারারি" সভ্য গ্রহণ করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ রবিবাবু হিন্দু ভাবাপন্ন, তিনি আপনাকে "আমি হিন্দু নই" বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহেন।

এ বিষয় কিছু বলিবার পূর্ব্বে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতার মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজা রামমোহন রায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজার জীবনচরিতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (১)

"রামমোহন রায় (ব্রাহ্ম) সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন।…ট্রষ্টডীডপত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং ঐরূপ হিন্দু ভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়।……সত্য

(১) "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত"—৪র্থ সংস্করণ ;৩১৩ পৃঃ, ৬২০ পৃঃ, ৬২৬ পৃঃ

মাত্রেই অসাম্প্রদায়িক ও উদার।··· কিন্তু সত্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ও সত্য প্রচার বিষয়ে প্রত্যেক জাতি তাঁহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্নপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন এবং কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয় ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন, সমগ্র জগতের ইতিহাস একথার যাথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে"।

"তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দু প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টডীড-পত্রের কোন্ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।" ··· ··· ··· ··· ···"সুতরাং রাজার প্রণালী অনুসারে জাতীয় ভাবে সার্ব্বভৌমিক, কিংবা সার্ব্বভৌমিকভাবে জাতীয় হওয়া আবশ্যক।"

···"রাজা জাতীয়ভাবে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্য করিয়া গিয়াছেন।" (৩)

স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"The sum total of the Raja's teachings.........One True God is the universal element in all religions ....but the practical applications of that universal religions are to be always *local* and *national*, a

---

(৩) ৬২৬—৭২৮ পৃঃ। সমস্ত আলোচনাটি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই; কিন্তু ইহা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।

position to which the Brahmo Samaj is still true and faithful." * (১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাস্ত্রী মহাশয় :—

"Devendranath who has justly acquired the title of Maharshi, a great seer, from his countrymen, was essentially a Hindu in all his spiritual aims and aspirations. He ever remained so." * (২)

পরলোকগত বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহর্ষির জাতীয় ভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। †

মহর্ষির নিজের উক্তি উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইলাম :—

…"প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। একেশ্বরপ্রতিপাদক ধর্ম্মে নানা দেবদেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইয়াছি।… যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।"‡

---

* History of the Brahmo Samaj. vol. I. (১) p. 79, (২) p. 187.

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবন চরিতের খসড়া' অধ্যায় ঘ—ঙ পৃঃ, ক্ষ—ব পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ, ৫২০—৫২৭ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ৪৯৯—৫৩০ পৃঃ।

‡ "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর," ৪২১ পৃঃ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষিকে "অনারারি" সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই।*

রাজনারায়ণ বসু

"আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার মনে করি"। (আত্মচরিত ৮৬ পৃঃ)

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতায় এই কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

"Brahmic Questions of the Day"তে লিখিয়াছেন :—

"Brahmoism is both universal religion and a form of Hinduism. It wears a two-fold aspect—that of universal religion to all nations, and that of Hinduism to Hindus."

শিবনাথ শাস্ত্রী

Mission of the Brahmo Samaj—p. 25 "………we mild, contemplative *Hindus of India*,……will perhaps still continue to be contemplative and see the Supreme as Soul of our souls……"

"The truth of the whole thing is this. The Theism of the Theistic Church of India is not *un*-Hindu……" (৯২ পৃঃ)

উপসংহারে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার আদর্শ কি তাহা বলিয়াছেন :—

"In conclusion, I have only to re-state my ideal of the probable future of the Theistic Church as spread-

---

* সম্মানিত সভ্য বিষয়ক নিয়মটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের দিনই (১৮৭৮ খৃঃ) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মহর্ষিকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করা হয় ইহার দুই বৎসর পরে, অতএব মহর্ষির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

ing itself over the world. There will be endless differences in the names and designations of the churches or congregations.........the forms of service and ritual, and of domestic and social ceremonies will also be widely different, each body sticking, in that respect, to its ***national and traditional inheritance.*** (১০৭ পৃঃ)

শাস্ত্রীমহাশয় আরও অনেক স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে রামমোহনের জাতীয় ভাবে সার্ব্বভৌমিক অথবা সার্ব্বভৌমিক ভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শই ব্রাহ্মসমাজের মূল আদর্শ।

"........though the fundamental principles were natural and universal the forms should be ***local and national.***" (৮৯ পৃঃ)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আরও কয়েকজনের মত

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন জীবিত শ্রদ্ধেয় নেতার মত ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, তাঁহার Philosophy of Brahmoism (৭১ পৃঃ) লিখিয়াছেন:—"As ***Hindu Thiests,*** the spiritual children and successors of the Rishis, the ***Upanishads*** and the whole body of ***Hindu sastras*** expounding, amplifying or correcting their teachings, ***are our sastras in a special sense.***"

দেড় বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন:—"আমি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু-সমাজের বাহিরে বলিয়া মনে করি না, এ'কে নব্যতন্ত্রের হিন্দুসমাজ বলেই মনে করি"।*

---

* তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৩২৫, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

শ্রদ্ধেয় সীতানাথ বাবু অল্পদিন পূর্ব্বে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন ঃ—

"শুধু ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলে যথেষ্ট হয় না। আমি ব্রাহ্ম এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা আবশ্যক যে আমি হিন্দু।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জীবিত সভ্যদিগের মধ্যে আচার্য্য পি, কে, রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেকেরই এই মত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি "প্রবাসী" পত্রে "ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু" নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।* তিনি বলেন "তবেই হইতেছে যে হিন্দু শব্দটা কেবল দেশ হিসাবেই ভাববাচক (অর্থাৎ conveying a positive meaning); তা বই ধর্ম্ম বা জাতি হিসাবে তাহা অভাববাচক (অর্থাৎ conveying a negative meaning) ··(১৪৮ পৃঃ) "আমাকেও যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর তুমি কোন ধর্ম্মাবলম্বী তবে আমিও বলিব না আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম; বলিব শুধু আমি ব্রাহ্ম। কোনো বৈষ্ণবকে যদি জিজ্ঞাসা কর তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তিনিও বলিবেন না আমি হিন্দু বৈষ্ণব; বলিবেন শুধু আমি বৈষ্ণব।··· অশ্ব বলিলেই যেমন চতুষ্পদ অশ্ব বুঝায়, তেমনি বৈষ্ণব বলিলেই হিন্দু-বৈষ্ণব বুঝায়।"

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতে ব্রাহ্ম বলিলেই আমাদের দেশে হিন্দু-ব্রাহ্ম বুঝায়। (১৫৫ পৃঃ) "হিন্দু শব্দের সর্ব্ববাদীসম্মত প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে তাহার একটা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া আমরা যদি আমাদের সেই

---

* "প্রবাসী"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

ঘরগড়া অর্থে বলি যে, 'আমরা হিন্দু নহি' তবে আমাদের সে কথা মিথ্যা কথারই আর এক নাম হইয়া দাঁড়াইবে।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন :—"একজন মুসলমান যদি ব্রাহ্ম হয় তবে কি তাহাকে হিন্দু বলা সঙ্গত হইবে? খুবই সঙ্গত হইবে যদি মুসলমানটি পাবনা জেলার মুসলমানদিগের ন্যায় এ দেশী মুসলমান হয়।"

মোট কথা এই যে জাতিবাচক হিন্দু শব্দটি ব্রাহ্ম শব্দের অবিরোধী। রবিবাবুও তাহাই বলেন।

রবীন্দ্রনাথের "আত্মপরিচয়"

আট বৎসর পূর্ব্বে "আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে রবিবাবু এসম্বন্ধে নিজেই আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয় এবং এখন "পরিচয়" নামক পুস্তকটির মধ্যে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিলেই রবিবাবুর মতামতের জন্য শোনা কথার উপর নির্ভর করিবার আবশ্যক হইবে না। তঁহার মতে :—

"এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি কি চৌধুরীবংশীয়, আর সে যদি তাহার উত্তর দেয়, না আমি দপ্তরীর কাজ করি তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না।" (৫৭ পৃঃ)

আমি ব্রাহ্ম হইলেও যেমন আমি বাঙ্গালি একথা সত্য, তেমনি আমি ব্রাহ্ম হইয়াও আমি হিন্দু এ কথা সমান সত্য। রবিবাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন (৫৯ পৃঃ) "তবে কি মুসলমান অথবা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে

পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। ... ... ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুয্যে মশায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে খৃষ্টান। ... বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে ... তাহারা প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান। ... হিন্দু শব্দ ও মুসলমান শব্দ একই পর্য্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ... মত পরিবর্ত্তন হইলে জাতির পরিবর্ত্তন হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়ত্বের আদর্শ তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব্বজাতিকে ও সর্ব্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এইকথা নিশ্চিতরূপে বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" (১)

রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতা

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত কিছুমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন সার্ব্বভৌমিকতার আদর্শকেই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখার মধ্যেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতেছি :—

---

(১) ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (পরিচয়, ৪১ পৃঃ।)

পথ ও পাথেয় (রাজা প্রজা, ১১৬-১৩৯ খৃঃ) সমস্যা (রাজা প্রজা, ১৫০, ১৫৯-১৬২ পৃঃ) সাকার ও নিরাকার (আধুনিক সাহিত্য, ১৫৩পৃঃ) ধম্মপদং (প্রাচীন সাহিত্য, ৭৬পৃঃ) পাবনার অভিভাষণ (স্বদেশী সমাজ, ৭৩পৃঃ) ধর্ম্মের সরল আদর্শ (ধর্ম্ম), প্রাচীন ভারতে একঃ (ধর্ম্ম), ততঃ কিম্ (ধর্ম্ম), ধর্ম্মের অর্থ (সঞ্চয়, ৪০, ৫৮ পৃঃ), ধর্ম্ম শিক্ষা (সঞ্চয়, ৬৮ পৃঃ), পার্থক্য (শান্তিনিকেতন, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ) ব্রহ্মবিহার, পূর্ণতা, ভূমা (শান্তিনিকেতন, ৮ম খণ্ড), বিশ্ববোধ (শান্তিনিকেতন, ১০ম খণ্ড) যাত্রীর উৎসব (শান্তিনিকেতন, ১৬শ খণ্ড।)

আমরা সংক্ষেপে দু চারিটি উক্তি তুলিয়া দিতেছি।

"আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।" (১)

"এক এক জাতি নিজের ধর্ম্মকে আয়রনচেষ্টে শিলমোহর দিয়ে রেখেচে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আস্‌চে ততই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করচে।"(২)

"মানুষের ধর্ম্মরাজ্যে যে তিনজন (বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ) সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহন করেছেন এবং ধর্ম্মকে দেশগত, জাতিগত, লোকাচারগত সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্য্যের আলোকের মত, মেঘের বারি বর্ষণের মত সর্ব্বদেশও সর্ব্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্ম্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্ত্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না……(৩)

---

(১) দিন (শান্তিনিকেতন ৩য় খণ্ড, ৭ পৃঃ)।

(২) অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, (শান্তিনিকেতন, ১৭শ খণ্ড, ৩১ পৃঃ)।

(৩) ভক্ত, (শান্তিনিকেতন, ১০ম খণ্ড, ২০ পৃঃ।)

"ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা, আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরাজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে ..." (১)

"এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে।... ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ।... বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম।" (২)

"পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিস্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।" (৩)

"ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। (৪) ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে; ইহা অপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।... রামমোহন রায়

---

(১) তপোবন, (শান্তিনিকেতন, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃঃ)।
(২) সমূহ (স্বদেশী সমাজ, ২২, ২৪, ২৬ পৃঃ)।
(৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস (স্বদেশ, ৫৭ পৃঃ)।
(৪) পূর্ব্ব ও পশ্চিম, (সমাজ, ১১৭—১২১ পৃঃ)

মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।··· আমরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদের জন্যই বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন”।* এই স্থলে গীতাঞ্জলির সেই কবিতাটির কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, “হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।”

মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “আমি বল্‌চি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব···যিনি সত্যম্‌ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব, আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহা প্রাঙ্গণ, এর ক্ষুদ্রতা নেই”। (১)

“আজ প্রকাণ্ড উৎসব,···এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানবজাতির জন্য জগৎজোড়া উৎসব”। (২)

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী

“আধুনিক পৃথিবীতে···ধর্ম্মের নূতন বোধ···এমন একটি ধর্ম্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম্ম কোনোদিনই তাহাকে বাধা দিবে না; বরঞ্চ সকলদিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে।······ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা আমরা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞান-

* এই প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়।

(১) নবযুগের উৎসব (শান্তিনিকেতন, ৫ম খণ্ড, ১পৃঃ।)

(২) বর্ত্তমান যুগ (শান্তিনিকেতন, ৯ম খণ্ড ১১০ পৃঃ।)

স্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে"। (১)

"বস্তুত ইহা (ব্রাহ্মধর্ম) মানব ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাবমোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।......মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।...... ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভে ও আজ পর্য্যন্ত এই সত্যকেই আমার সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছি।... কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতত্ত্ব বা পূজা পদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বভাব বিরুদ্ধ হইবে।" (২)

"ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শুধু কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিব। "এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিককালের হিন্দু-সমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্ত্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মবিকাশ।... বর্ত্তমান কালের সংঘর্ষে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজে আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।... ব্রহ্মকে বিশ্ব ইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বকর্ম্মে সর্ব্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা... যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতো-

---

(১) ধর্ম্মের নবযুগ (সঞ্চয়, ২৮,৩৩ পৃঃ।)
(২) ধর্ম্ম শিক্ষা (সঞ্চয়, ৬৮, ৭০ পৃঃ।)

ভাবে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্চে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।"(১)

রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করলে আর যাহাই হউক ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্ব-ভৌমিকতা নষ্ট হইবার যে কোন সম্ভাবনা নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেহ এরূপ আপত্তি করিলে বুঝা যায় যে আপত্তিকারী রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন।

শ্রদ্ধেয় আদিনাথ বাবুর পত্র

২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের "তত্ত্ব-কৌমুদী" আজ ১০ই মার্চ্চ প্রকাশিত হইল। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

আগামী ১৯শে মার্চ্চ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশনে এ সম্বন্ধে বিচার হইবে, মাত্র ৯ দিন পূর্ব্বে সমাজের মুখপত্রে সভার আলোচ্য বিষয়ে কোনো চিঠি প্রকাশিত হইলে অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহার উত্তর দেওয়া শক্ত; বিশেষতঃ তত্ত্ব-কৌমুদীর ন্যায় পাক্ষিক পত্রে। এরূপ অবস্থায় শুধু একতরফা আলোচনার সুযোগ দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না তাহাও চিন্তার বিষয়। যাহা হউক সময় অল্প বলিয়া নিতান্ত সংক্ষেপে কয়েকটি কথার আলোচনা করিব।

১। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে "তত্ত্ববোধিনীতে" কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা লইয়া আন্দাজে (২) আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্ম, সঞ্চয় ও শান্তিনিকেতন সপ্তদশ খণ্ডে

(১) (শান্তিনিকেতন, ১৩শ খণ্ড, ১০১ পৃঃ।)

(২) পত্রলেখক বলিতেছেন (২০৮ পৃঃ) "প্রবন্ধ একটি কি বেশী মনে নাই"। পত্র-খানি লিখিবার সময়ে কি একটিও প্রবন্ধ সম্মুখে ছিল ?

রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম্মমত পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। সকলেই পড়িয়া দেখিতে পারেন। ইহা ব্যতীত Sadhana ও Personality নামক ইংরাজি পুস্তকেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ আছে। উপরে এ বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২। Census গণনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগকে একেশ্বরবাদী হিন্দুরূপে পরিগণিত করিতে চাহিয়াছেন। পত্রলেখক বলিতেছেন—"এ কথাটি আমার শ্রুত কথা" (২৫৮পৃঃ)। শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিবার মত সময় নাই।

৩। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক লিখিয়াছেন "আমাদের মধ্যে অনেকে যে বিবাহের সময় রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন, তাহাও সম্ভবতঃ স্যর রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে।" (২৫৮ পৃঃ) প্রথমেই বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান কালে "রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন" এরূপ কোনও ব্রাহ্মের কথা আমরা জানি না। তাহার পর পত্রলেখক মহাশয় নিজেই বলিতেছেন "সম্ভবতঃ" রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে! এমন কি "শোনা কথাও" নয়—ইহারও আলোচনা অনাবশ্যক।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন ও ব্রাহ্ম বিবাহে রেজিষ্টারি করা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে যে বহুদিন হইতে মতভেদ আছে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়ের কি সে কথা জানা নাই? রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবেই ৩ আইন সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছে, একথা সত্য নহে। দুয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ সভায় প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মবিবাহে রেজিষ্টারি অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮ বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে

তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। "ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহপদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।" (আত্মচরিত, ১৯১ পৃঃ।) সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১১ বৎসর।

৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কোন কোন ব্যক্তি রেজিষ্টারি না করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাও কি রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে? *

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে একাধিকবার ৩ আইন সংশোধন করিবার জন্য গর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। "আমি হিন্দু নই" ইত্যাদিরূপ স্বীকারোক্তি উঠাইয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন চেষ্টা করিতেছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখন তাঁহার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। বস্তুতঃ তিন আইনের সহিত ধর্ম্ম মতের কোনো সম্পর্ক নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিকতার কথা তুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিলে, আর যাহাই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিকতা বা বিশ্বজনীনতা নষ্ট হইবে না। বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মপ্রচার

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার চেষ্টার বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।" (২৫৯ পৃঃ)

---

* তিন আইন সম্বন্ধে আলোচনা করা এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তথাপি একটি কথা বলা যাইতে পারে, ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হয় নাই এরূপ বিবাহমাত্রেই দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দু সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও সংস্কারক আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজে রেজিষ্টারি না করিয়া বিবাহ হয়।

প্রবন্ধটি "ধর্ম্ম প্রচার" নামে আজ ১০।১২ বৎসর হইল মুদ্রিত হইয়াছে, সকলেই পড়িয়া দেখিতে পারেন। শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রচার চেষ্টার নিন্দা করেন নাই বিশেষ বিশেষ প্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়—প্রচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বার্ষিক আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রবীণ নেতা (এবং প্রচারক মহাশয়েরাও) অনেকবার প্রচারপ্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রণালীর সমালোচনা করিলেই প্রচার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম্মপ্রচার নামক প্রবন্ধটি Theistic Conference উপলক্ষে বিশেষ ভাবে প্রচার সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় পঠিত হইয়াছিল—ইহা সাধারণ একটি বক্তৃতা মাত্র নহে, ইহার উদ্দেশ্যই ছিল প্রচার সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সহিত আলোচনা করা।

তত্ত্বকৌমুদী (২৯শে এপ্রিল, ১৯১২) সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে, "কোন প্রবীন ব্রাহ্মবন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আলোচনাতে বলিয়াছিলেন এখনত আর প্রচার হইতেছে না, পৌরহিত্য হইতেছে। ভাবিয়া দেখিলে কথাটা ঠিক বলিয়াই মনে হয়।" রবীন্দ্রনাথ এরূপ শক্ত কথা ব্যবহার করেন নাই, অথচ তাঁহার সমালোচনাকে "নিন্দা" বলা হইল।

ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া বিরোধ বা দলাদলির সৃষ্টি না হয়, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বারংবার বলিয়াছেন।

এই "ধর্ম্মপ্রচার" প্রবন্ধে আছে "অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়··· ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ

ধর্ম্মপ্রণালীর নহেন।" ইহাকে প্রচার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যায় না।

"ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে ধর্ম্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।" ইহাকে কি নিন্দা বলে?

এস্থলে আরও দুয়েকটি কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই ধর্ম্মপ্রচার প্রবন্ধটি পড়িবার ৬ বৎসর পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের, ২০শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত resolutionটি গ্রহণ করেন।

"Resolved that the Executive Committee of the S. B. Samaj offer their hearty congratulations to Babu Rabindranath Tagore on the unique distinction he has won by obtaining the Nobel Prize for his Gitanjali and other works which are a noble expression of some of the most impressive aspects of the spiritual and ethical teachings of the Brahmo Samaj."

ধর্ম্মপ্রচার প্রবন্ধটি অন্যূন ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। চার বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে দেখা যাউক।

Indian Messenger, July 22, 1917 p. 338.

"The Members of the Sadharan Brahmo Samaj assembled at the Rammohun Library on Tuesday last to accord a warm reception to Sir Rabindranath Tagore."

"After the opening song Pandit Navadwip Chandra Das offered a prayer. Then Babu Krishna Kumar Mitra, as President of the Sadharan Brahmo Samaj, welcomed Sir Rabindranath and paid a glowing tribute to the poet for delivering to the world through

his speeches, writings, poems and songs the message of the Brahmo Samaj."

তৎপরের সংখ্যায় (July 29, 1917 p. 350) সম্পাদক লিখিয়াছেন:—

"The message of Sir Rabindranath is the message of the Brahmo Samaj. In the tribute that Babu Krishna Kumar paid on behalf of the members of the Sadharan Brahmo Samaj, nothing was so clear and unmistakable as this."

আমরা এই রবীন্দ্রনাথকেই সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করিতে চাহিয়াছি।

জাতিভেদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"মানুষ যেখানে স্বভাবত স্বাধীন, ধর্ম্মত স্বাধীন, আমাদের সমাজ সেখানে তার খাওয়া শোওয়া বসাকেও নিতান্ত অর্থহীন বন্ধনে বেঁধেছে"।

"পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা একি ভয়ঙ্কর অধর্ম্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়াও মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!"(২)

"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে

(২) গোরা—(১৮১ পৃঃ)

হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে, তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না— অন্যের অবজ্ঞা তাদের সহিতেই হবে।"(৩)

"এদেশের লাঞ্ছিত অত্যাচারপ্রাপ্ত সাধারণ লোকের" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন তাহা গীতাঞ্জলির মধ্যে, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান" এই কবিতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

খুব আধুনিক ইংরাজি লেখা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Nationalists say, for example, look at Switzerland, where inspite of race differences, the peoples have solidified into a nation. Yet remember that in Switzerland the races can mingle, they can intermarry. In India there is no common birthright. And when we talk of Western Nationalism we forget that the nations there do not have physical repulsion, one for the other that we have between different castes. Have we an instance in the whole world where a people who are not allowed to mingle their blood shed their blood for another except by coercion or for mercenary purposes? And can we ever hope that these moral barriers aganist our race amalgamation will not stand in the way of our political unity?" (৪)

Nationalism in India (p. 135) "The thing we,

---

(৩) গোরা, পৃঃ

(৪) Nationalism in India, p. 146.

in India, have to think of is this—to remove those social customs and ideals which have generated a want of self-respect and a complete dependence on those above us—a state of affairs which has been brought about entirely by the domination in India of the caste system, and the blind and lazy habit of relying upon the authority of traditions that are incongruous anachronisms in the present age."

(P. 138) "Therefore in her caste regulations India recognised differences, but not the mutability which is the law of life. In trying to avoid collisions she set up boundaries of immovable walls, thus giving to her numerous races the negative benefit of peace and order but not the positive oppurtunity of expansion and movement. She accepted nature where it produces diversity but ignored it where it uses that deversity for its world game of infinite permutations and combinatins. She treated life in all truth where it is manifold, but insulted where it is ever moving. Therefore life departed from her social system."

জাতিভেদ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানকালে কিরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাও সকলে জানেন। যে আদি সমাজের বেদীতে একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে, সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য্য দ্বারা উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই আচার্য্যগণের মধ্যে একজন। এই জাতিভেদ লইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যাহার

ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়—তাহাও সকলেরই জানা আছে।

"অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৬, ২২০ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেনঃ—"আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভায়াদিগের মতের সঙ্গে আমার মতের একটুও অমিল নাই। অসবর্ণ বিবাহও তো বিবাহ, তাহা তো আর অবিবাহ নহে।"

অসবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎভাবে অনেকবার কথা বলিয়াছি। তিনি যে শুধু ইহার সমর্থন করিয়াছেন তাহা নহে, বরাবর এই সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "আমার যদি অবিবাহিত কন্যা থাকিত তবে আমি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ দিতাম।" শুধু অসবর্ণ বিবাহ নয়, হিন্দু মুসলমানের বিবাহ যদি ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হয় তবে নিজে উপযাচক হইয়া বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক আছেন, এরূপ কথা আমি তাঁহার নিজের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের নিজের চাকর অতি "নীচ" জাতীয়, তাহার হস্তেই তিনি সর্ব্বদা আহার করিয়া থাকেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কোন একটি মুসলমান ছাত্রের বাসনমাজা লইয়া যখন কিছু গোলমাল হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জাতিবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ সমস্ত আমাদের জানা কথা।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। শুনিলাম এখনও ব্রাহ্মসমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথের পৈতা আছে; এই কথাটি চতুর্দ্দিকে প্রচারিতও হইতেছে। স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি যে রবীন্দ্রনাথের পৈতা নাই। কোনো সামাজিক

অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি কখনো পৈতা ব্যবহার করেন না। পৈতা সম্বন্ধে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা; আশা করি এরূপ মিথ্যা কথা ভবিষ্যতে আর প্রচারিত হইবে না।‡

নারীর অধিকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন (২৫৯ পৃঃ) যে ব্রাহ্মসমাজ "নারীগণের দুর্গতি দূর করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার প্রতিকূলে মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন।" এরূপ অভিযোগ শুনিলে বুঝা যায় যে পত্রলেখক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত পরিচিত নহেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে।...... সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।"(১)

"দেখি একটি সাহেবী কাপড় পরা বাঙালী নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নাবালে।......সে বেচারি শীতে ও

‡ জাতিভেদ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়াছি। ছোট ও বড় (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) বাতায়নিকের পত্র (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৬) মিলনের সৃষ্টি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬), বিলাতযাত্রীর পত্র (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়, ১২২৭) প্রভৃতি আরও অনেক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ইংরাজি আরও অনেক বক্তৃতায় জাতিভেদের প্রতিবাদ আছে বাহুল্য বোধে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(১) বিদ্যাসাগর চরিত, ২৩ পৃঃ।

লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল। আমার এক মুহুর্ত্তে মনে পড়ে গেল সমস্ত বাংলা দেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নির্লজ্জ ভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজচে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করচে না—এবং ষ্টেশনশুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি, তাদের লক্ষ্মী বলে দেবী বলে জানি এসমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করিব না।"(২)

স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, অপরিচিতা, পাত্র ও পাত্রী প্রভৃতি গল্প, মুক্তি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি কবিতা ও জাপানযাত্রীর পত্রে, মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

কন্যাদায় ও বরপণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদ কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্ম্মমভাবে দর দাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।"(৩)

"কেবল মাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্ত্তমান শিক্ষিত

---

(২) গোরা (১৯৭ পৃঃ)

(৩) বিলাসের ফাঁস (সমাজ, ২৭ পৃঃ)

সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়………।"(৪)

"It is not that every woman should be made to learn the culinary art or that should have no higher ambition than to be a cook or a house-manager. Woman has a right to learn the Science and Arts that man learns and to enter, as far as practicable, the walks of life that man usually seeks."*

বহুদিন পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; এখনও সেখানে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের সহিত একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়া থাকে। নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতেও মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখানে অবাধে পুরুষের সহিত সমানভাবে মেয়েরা শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান করিতেছেন।

"স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।"(১)

"সিদ্ধার্থের তপস্যায় স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"(২)

"This world is suffering because of unbalanced equilibrium, and that woman's part in righting the wrong will be creation of a new civilisation......They will manage to establish harmony between the general good of the public and happiness of individuals.........With conditions as they are, woman must take a larger share in the world's work than she has ever done before..........And so it is Woman—despired of the East, misunderstood of the West—who

---

(৪) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ, ৬৩ পৃঃ)

* (Modern Review, April, 1919).

(১) ঘরে বাইরে ২ পৃঃ।

(২) ঐ ১০২ পৃঃ।

carries a torch to light the feet of the race in its long, long progress to destiny."*

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

বাল্যবিবাহ লইয়া একটি আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন তাহা ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথকেই অনারারি সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন আছে বুঝি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কন্যার বিবাহ বাল্যাবস্থায় দিয়াছিলেন—সেও আজ ২২ বৎসরের কথা। তখন মহর্ষি জীবিত ছিলেন, বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনায় তাঁহার কতখানি হাত ছিল তাহা সকলেই জানেন, সে সময়কার পারিবারিক কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার যে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন তাহা বাল্য বিবাহ নহে; এবং পুত্রের বিবাহের সময়ে তাঁহার পুত্রবধূর বয়স ১৭ বৎসর হইয়াছিল।*

শ্রদ্ধেয় পত্র লেখক মহাশয় বলিতেছেন "তখন তাঁহাকে এরূপ আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে আমি বাল্যবিবাহের স্বপক্ষেই আবার ঐরূপ বক্তৃতা করিতে পারি।" (২৫৯ পৃঃ)

---

* Interview in America, 1921.

* মহর্ষিদেব যে তাঁহার কন্যাদের বাল্য-বিবাহ দিয়াছেন তাহা জানা কথা। ভাণ্ডারকর মহাশয় মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রীর কবে কাহাকে কত বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

রবীন্দ্রনাথ যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? না, এটিও "শোনা কথা"? বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে "শোনা কথা" আমাদেরও জানা আছে—পার্থক্য এই যে আমরা তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজমুখ হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি এবং এই কথা শ্রদ্ধেয় পত্রলেথক মহাশয় যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিব না।

বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আছেন এরূপ অনেক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে নিজেরাই বাল্যবিবাহ করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সভ্য থাকায় সেজন্য কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ নিজের একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়াছেন তাহাও সকলেই জানেন। অতএব সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

সাহিত্য বিচার

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজ স্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল সুরীতি-নীতি সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে (২৫৯ পৃঃ)।" (১)

---

(১) পত্রলেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা "এদেশের সংবাদ পত্রাদিতেও ব্যক্ত হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হইলেই কি "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রের মতামতও প্রামাণ্য হইয়া উঠে?

এসকল মতামত উপন্যাসের বিশেষ কোন পাত্রের মতামত বলিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে ; তাহা যে রবীন্দ্রনাথের নিজের মতামত নহে একথা কি শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় জানেন না ? (২)

উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে নানা বিভিন্ন চরিত্রের লোক আছে, তাহাদের মতামতও নানা বিভিন্ন প্রকারের। আপত্তি-যোগ্য যে কোন মতামতই লেখকের মতামত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা কিংবা সেরূপ ইঙ্গিত করা যে নিতান্ত অন্যায় তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রভৃতি রচনায় নিশ্চয়ই এমন অনেক চরিত্র আছে যাহা সাধু-চরিত্র নহে। কিন্তু সংসারে ভালোমন্দর দ্বন্দ্ব লইয়াই চিরদিন সাহিত্য চরনা হইয়াছে। "তাই রামায়ণে দেখিয়াছি, রাম-রাবণের যুদ্ধ; মহাভারতে দেখিয়াছি কুরুপাণ্ডবের বিরোধ। কেবলি একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাসমাত্র নেই, এমনতর নিছক চিনির সরবত দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোনো বড় যজ্ঞে দেখি নাই।··· শিশুরা যে রূপকথা শোনে, সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে ; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলি মনুসংহিতা আওড়ায় না ; সে বলে হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। ধর্ম্মনীতির দিক হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহ গুরুতর অপরাধ।··· কিন্তু মানুষের গন্ধে রাক্ষসের ভ্রাতৃ-প্রেম যদি জাগিয়া উঠিত এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত অহিংসাপরমোধর্ম্ম, তবে সাহিত্যর সুনীতি

---

(২) উপন্যাসখানি কি তিনি নিজে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, না এক্ষেত্রেও শোনা কথার উপরেই সমালোচনা চলিতেছে ?

অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না।... আমি কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাল্মিকীর দোহাই মানিব, তিনি কেন, রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনিত অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশহাতে তোমার পায়ের ধূলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি!—বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে গিয়া দ্রৌপদীকে অপমান করাইয়াছেন?"*

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নয়নতারা নামক উপন্যাসে ডাক্তার ন্যাণ্ডে, বা অসচ্চরিত্র মাতাল গোষ্ঠবিহারীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কি তিনি তিনি আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে করিতেন? ঐ পুস্তকেই দেখিতে পাই যে যোগেশ অতিরিক্ত মদ খাইয়া অসভ্যতা করিতেছে, মেয়েদের অপমান করিতেছে (২৯৮ পৃঃ), দুশ্চরিত্র গিরিধারী নয়নতারার নিকট অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে (৩৩৮ পৃঃ)। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়ের অবলম্বিত সমালোচনা রীতি অনুসারে বলিতে হয় যে মদখাওয়া অথবা মেয়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সম্বন্ধে যোগেশ অথবা গিরিধারীর মতামতই শাস্ত্রীমহাশয়ের মতামত! এইরূপ সমালোচনা প্রণালী যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? তবে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইল কেন?

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ যে কত উচ্চ তাহা তাঁহার নানা রচনাব মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।* শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় সে সকল আলোচনা উপেক্ষা করিয়া উপন্যাসের কোনো এক বিশেষ নায়কের মতামতকে

* সাহিত্যবিচার, প্রবাসী, ১৩২৬ ; ৫২৫ পৃঃ।

* প্রাচীন সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া প্রচার করিতে অথবা সেরূপ ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিলেন কেন?

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপন্যাস ও রচনাকে রুচিতে হীন ও অশ্লীল বলিয়াছেন। "পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না"; অতএব রুচি সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। তবে একথা বলা কর্ত্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখাকে কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল মনে করি না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় বিবেচনা করি।

সাহিত্যরচনায় ভাষা কোন ক্ষেত্রে বাস্তবকে কতখানি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবে তাহার কোনো ধরাবাঁধা আইন নাই। যেমন শারীরিক পরিচ্ছদে এক দেশে পা দুখানি খোলা রাখিলে দোষ হয় না, আবার অন্য দেশে খোলা রাখিলে নিতান্ত অসভ্যতা হয়, সেইরূপ সাহিত্যের আবরণেও সর্ব্বত্র সমান মাপকাঠি চলে না। রামায়ণ মহাভারতেও অনেকের মতে অশ্লীল অনেক অংশ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐগ্রন্থ কেহ বাড়িতে স্থান দেন না, না ব্যাস বাল্মীকিকে অশ্লীল কবিতা রচনাকারী বলিয়া নিন্দা করেন?

কোনো রচনাকে অশ্লীল বলিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে বাস্তবিক তাহা কোনো দুর্নীতিকে পরিপোষন করিতেছে, না কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আজ: পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোন বয়সের কোন রচনায় পরিনামে সুনীতির অপমান হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।*

---

* শ্লীলতার আদর্শ বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় কি জানেন না যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশে অশ্লীল কথা ব্যবহার করা হইয়াছে, এরূপ অভিযোগ একাধিক আচার্য্য সম্বন্ধে অনেকবার উঠিয়াছে?

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের "কৃত একখানি উপন্যাসে. ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতিও বিশেষ কটাক্ষ করা হইয়াছে" (২৬০ পৃঃ)। পত্রলেখক মহাশয় সম্ভবতঃ গোরা উপন্যাসখানির কথা বলিতেছেন। এই উপন্যাসে পরেশবাবুর ন্যায় উন্নত ব্রাহ্ম চরিত্র এবং সুচরিতা ও ললিতার ন্যায় মহিমান্বিত নারীচরিত্র উপেক্ষা করিয়া শুধু সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মচরিত্রের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কেন জানি না। সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মচরিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই কি প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কিছু বলাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল? দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ হিন্দু ছিলেন, তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে হিন্দুদিগের প্রতি কটাক্ষ করাই মহাভারতকারের উদ্দেশ্য ছিল? শাস্ত্রী মহাশয়ের নয়নতারা উপন্যাসে দেখিতে পাই, সুরেশচন্দ্র বারবার "বেম্মা, বেম্মা" করিতেছে (৮৬ পৃঃ), বলিতেছে "আমি ঈশ্বর টীশ্বর কিছু বুঝ্‌তে পারি না" (৮৮ পৃঃ), নয়নতারা নিজে হরেন্দ্রের গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে "এই জন্যই লোকে ব্রাহ্মদের দেখতে পারে না" (২২৩ পৃঃ)। ইহাতে কি প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মসমাজকে ঠাট্টা করাই শাস্ত্রী মহাশয়ের যথার্থ অভিপ্রায় ছিল?

আসল কথা এই যে অন্যান্য সমাজেও যেমন ব্রাহ্মসমাজেও ঠিক তেমনি ভালো-মন্দ দুই প্রকারের লোকই আছে; এবং অধিকাংশ লোকই ভালো ও মন্দ দুই মিশাইয়া। উদারচেতা ও উন্নতমনা ব্রাহ্মের সঙ্গে সঙ্গে দুজন সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মের চিত্র অঙ্কন করা কিছুই অস্বাভাবিক হয় নাই, বরং ন্যায় বিচারই করা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখকমহাশয়ের কি বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণমনা লোক আদৌ নাই?

গোরা উপন্যাসখানিরই শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

"গোরা পরেশকে কহিল, আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো

জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলিয়া শেষ করিব। মানব জীবনের ন্যায়, সাহিত্যের বিচারও সমগ্রকে লইয়া। সেক্সপিয়ার বা কালিদাসের কাব্য সমালোচনা কেহ তাঁহাদের অল্প বয়সের বা বিশেষ কোনো সময়ের রচনা লইয়া করে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিচার করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত রচনাকে লইয়াই করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার সহিত মিলাইয়া না দেখিলে কোনো আংশিক বিচার দ্বারা তাঁহার প্রতি গভীর অবিচার করা হইবে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

আদিনাথবাবুর অন্যান্য কথা

মেট্রপলিটান কলেজ হলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (২৫৯ পৃঃ)। গত ২০ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোন লেখার মধ্যে এই বক্তৃতা খুঁজিয়া পাইলাম না। এক্ষেত্রেও কি শুধু শোনা কথার উপরেই আলোচনা চলিতেছে? পত্র প্রেরক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া reference দিলে সুবিধা হইত। মূল বক্তৃতাটি না পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না।

শ্রদ্ধেয় পত্র লেখকমহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) কেন আপনাকে কোন সমাজেরই (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখার) প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেছেন না?" (২৭০ পৃঃ)

আর কোনো কারণ না থাকিলেও স্বাভাবিক বিনয়ই যে ইহার যথেষ্ট কারণ হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা কি নিতান্ত কষ্টকর?

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন :—"আমি উপরে যাহা ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত ও সমর্থিত মত তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা

করিলাম। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথারই উল্লেখ করি নাই; সেরূপ কিছু করাকে সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না”। (২৬০ পৃঃ)

আমরা দেখাইয়াছি যে মতামত সম্বন্ধেও অধিকাংশই “শোনা কথা”। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন লইয়া আলোচনাও যদি “শোনা কথার” উপর নির্ভর করিয়া করা হয় তবে তাহা সুরুচিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত না হইতে পারে বটে। খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, কবীর হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত কেহই কুৎসার হাত এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা এক শ্রেণীর লোক চিরকালই প্রচার করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এরূপ ধরণের কুৎসা প্রচারিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শোনা যায় বলিয়াই কি এসকল কথা বিশ্বাস করিতে হইবে?

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের নিকট “শোনা কথা” নয় তাহা আমাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ “দেখা কথা”, এবং সেইজন্যই তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য করিবার জন্য আমাদের এরূপ আগ্রহ।* যাহা

---

* আরেকজনের দেখা কথা উদ্ধৃত করিতেছি; শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন :—(প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৭)—“আমি দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিবেশীরূপে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছি, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, বুধবারে ছাত্র অধ্যাপক ও সমাগত অন্য বহু ব্যক্তির সহিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়াছি, তাঁহার বহিও পড়িয়াছি, স্বদেশে বিদেশে তাঁহার জীবনের কথাও জানি; কিন্তু আমি তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কিছু দেখি নাই। আমার মতে রবি-বাবু ব্রাহ্ম এবং আরো কিছু যাহা ব্রাহ্মত্বের অবিরোধী, এবং

হউক শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা নিতান্ত সুরুচিবিগর্হিত ও অন্যায় হইয়াছে। এই প্রকার অসঙ্গত ও অন্যায় ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় স্থান পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছি।

শ্রদ্ধের পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে শাক্যসিংহ ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষও সকলের নিকট মাননীয় হইতে পারেন নাই। (২৫৮ পৃঃ)। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে "অজ্ঞতা" বা "শিক্ষা ও রুচি" অনুসারে ,এরূপ হইয়া থাকিতে পারে এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে "বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি··· কেনই যে অনুরাগ যায় না, তাহার কারণ সব স্থলেই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এমন নহে"।

স্বীকার করিতেছি যে অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও সকলের নিকট মাননীয় হইতে পারেন নাই। এ কথাও স্বীকার করিতেছি যে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা শিক্ষা ও রুচি অনুসারেই এরূপ হইয়াছে, অথবা আদৌ কোন কারণ নাই। সুতরাং কেহ কেহ যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করিতে না পারেন তবে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই; রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতেও কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিবে না। কিন্তু আমি নিজে সম্মান করিতে পারিব না বলিয়া অপরের সম্মান প্রদর্শনে বাধা দিব, এ কিরূপ কথা?

আমি যতটুকু খবর রাখি তাহাতে রবি-বাবু অপেক্ষা অধিক নানাদেশ-ব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রভাব জীবিত অন্য কোন মানুষের নাই।"

আরেকটি কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক উপাসনা প্রণালীর বিরোধী নহেন। গত ১২ বৎসরের উপর তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বুধবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে সকলকে লইয়া একত্র সামাজিকভাবে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন।

আর একটি কথা বলিব। শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন "কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সে ভাবের শ্রদ্ধাভক্তি নাই, তাঁহাদিগকে তাহা বাহিরে দেখাইবার জন্য বাধ্য করার মূল্য কি?" (১৬২ পৃঃ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করিলেই যে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় বা অপরাপর আপত্তিকারীগণের সকলেই রবীন্দ্রনাথকে বাহিরে (অথবা মনে) শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইবেন তাহা আমরা কখনও ভাবি নাই। সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচনের পরেও বাহিরে (এবং মনে) শ্রদ্ধা না দেখাইবার এমন কি অশ্রদ্ধা দেখাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইঁহাদের থাকিবে; তবে ইঁহাদের উপর "জুলুম, দারুণ অত্যাচার, অতি ভীষণ মর্ম্মান্তিক ব্যবহার" কোথায় করা হইতেছে বুঝিলাম না।

আর বেশি আলোচনা করিবার সময় নাই, আশা করি আবশ্যকও হইবে না।

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়......সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় পত্র লিখিয়াছেন।" (২৫৭ পৃঃ)। ইহা চারিমাস পূর্ব্বের কথা। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সে পত্র গ্রহণ করিতে অসমর্থ এইরূপ জানাইয়া পত্রখানি ফেরৎ দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপ বাবুও তাঁহার পদত্যাগ-পত্র পুনরায় প্রেরণ করিবেন না বলিয়াছেন। অতএব শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপবাবু সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন এরূপ আর কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়কে "পরিত্যাগ করা" "বিদায় করা" প্রভৃতি বাক্য এই পত্রে বারংবার ব্যবহার করা হইয়াছে (২৬১ পৃঃ)।

প্রচারক মহাশয়কে বিদায় করিবার কোন কথা কখনো উঠে নাই; আমরা শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনকেই চাই। কাহাকেও পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের "সরিয়া দাঁড়াইবার" কোন সম্ভাবনা নাই, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় কি তাঁহা জানেন না? অস্পষ্ট ইঙ্গিতে লোকের মনে সহজেই ভীতি সঞ্চার হইতে পারে।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনী

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রের বহুস্থলে সম্পাদকীয় টিপ্পনী (editorial note) করা হইয়াছে। কয়েকটি টিপ্পনী অতি মারাত্মক—সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) টিপ্পনী:—"পূর্ব্ব বৎসর বার্ষিক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বিবিধ প্রকার চেষ্টা সত্বেও* প্রস্তাবের পক্ষে কেবলমাত্র চারিটি (কি ছয়টি) ভোট বেশী হইয়াছিল।"

আমি সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং স্বয়ং "ভোট" গণনা করিয়াছিলাম (সে সময়ে আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সহকারী সম্পাদক ছিলাম)। আমার যতদূর স্মরণ হয় ৫১টি ভোট রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে ও ২৯ টি ভোট বিপক্ষে হইয়াছিল। ৫১ হইতে ২৯ বাদ দিলে চার (এমন কি ছয়ও) হয় না।

(*) বিবিধপ্রকার চেষ্টার একটি নমুনা:—রবীন্দ্রনাথের নিকট আপত্তিকারীগণের পক্ষ হইতে পত্র গিয়াছিল যে তিনি আসিয়া আমাদের সমাজে ঝগড়া বাধাইতেছেন কেন! এ বৎসরের চেষ্টার নমুনা পরে (৪৬ পৃষ্ঠায়) দেখিবেন।

এ বৎসর ২২শে জানুয়ারির সভায় (অর্থাৎ আপত্তিকারী দ্বাদশজন বিশিষ্ট সভ্যের পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) মফস্বল হইতে ১৪২টি ভোট স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মাত্র ২৮টি ভোট আসিয়াছিল।

(২) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন :—"কেহই তাঁহাদের আপত্তির...... হেতু প্রদর্শন করিতেছেন না; এবং এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না।"

সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনী :—"কমিটিতে বহুবার তাঁহারা আপত্তির কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচনা করিতেও প্রস্তুত আছেন।"

৯ই ডিসেম্বর তারিখে যেদিন কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য রূপে নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রস্তাব করা স্থির হয়, সেদিন কমিটিতে শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু সমস্তক্ষণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কমিটিতে কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা সতীশবাবু যাহা জানেন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই জানেন না।*

(৩) "বিবেক ও ধর্ম্ম বুদ্ধির" কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করা হইলে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিবে—ইহাই কি বলা তাঁহার উদ্দেশ্য? তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তুত থাকিলেও এসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন বা আলোচনা করেন নাই।

(৪) "অজ্ঞাত সত্যজ্ঞান"—ইহার কোন অর্থ হয় কি? অজ্ঞাত কারণ অনেক সময়ে কারণহীনতারই নামান্তর মাত্র।

(*) তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কি জানেন না যে শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবেন না?

৫) টিপ্পনী :—সভাপতি, সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক ও অন্যান্য সভ্যগণ "কি কারণে স্বীয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।"

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য এবং এই পদত্যাগকারীদিগের মধ্যেও এক জন নহেন। পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভুল ধারণা প্রচারিত হইয়াছে। শুধু পদত্যাগ পত্রে নহে তত্ত্বকৌমুদীতেও কারণ গুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইলে ভাল হইত।

আমরা পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

কর্ত্তৃপক্ষদের পদত্যাগ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৪জন কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৯জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন; এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল ধারণা মফঃস্বলে রাষ্ট্র হইয়াছে। আমরা আসল পদত্যাগপত্র ছাপাইয়া দিতেছি।

অন্নদাবাবুর পত্র

সসম্মান নিবেদন,

নানাকারণে (তন্মধ্যে সময়াভাবও একটী প্রধান) আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে আমার নাম প্রস্তাব হইলে আপত্তি করিয়াছিলাম; আপত্তি সত্ত্বেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। সভায় বসিয়াই পদত্যাগ করিয়াছিলাম। তৎপরে কোন কোন ভক্তিভাজন সভ্যের উপদেশে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করি। আমার কাজ করিবার মোটেই সময় নাই, শক্তিও নাই। তারপর নানা কারণে ঘটনার পরে ঘটনায় প্রাণে আঘাত পাইতেছি। আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে কিছুকাল কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাই আমার আত্মার

পক্ষে মঙ্গল হইবে মনে করি। সুতরাং অনেক চিন্তার পর এই পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলাম। আমি আর সমাজের কোন বিশেষ কাজে যুক্ত থাকিতে পারিব না বলিয়া কষ্ট অনুভব করিব বটে কিন্তু এই পদত্যাগ করা ব্যতীত আর আমার উপায়ান্তর নাই। পুনর্ব্বিচার করিতে অনুরোধ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে।

বিনীত নিবেদক

(স্বাঃ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।

মন্তব্য :—এই পদত্যাগ পত্রে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয়নি।

হরকান্তবাবুর পত্র

ভক্তিভাজনেষু,

গত পরশ্ব দিবস শ্রদ্ধেয় অন্নদাবাবুর পদত্যাগের চিঠির সঙ্গে আমি যে আপনাকে চিঠিখানা লিখিয়াছি তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই আমাকে দয়াপূর্ব্বক সমাজের সম্পাদকীয় কার্য্যভার হইতে মুক্তিপ্রদান করিবেন। আমার এ বিষয়ে মনের ভাব গতকল্যও আপনাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি।

গতবৎসর বার্ষিক সভায় অভাবনীয় ও অযাচিতভাবে সম্পাদকের কার্য্যভারপ্রাপ্ত হইয়া ইহার ভিতর বিধাতার একটী বিশেষ ইচ্ছা অনুভব করিয়াছিলাম; এবং এই ভাবের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া একটী বৎসর নানা বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধার মধ্যেও কাজ করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িতেছে তৎসংক্রান্ত গুরুভার বহনে আমার ক্ষুদ্রশক্তি অসমর্থ। এবং বর্ত্তমান প্রচণ্ড আন্দোলনের মধ্যে আমার চিত্তে স্থৈর্য্যরক্ষা করাও অসম্ভব। সম্প্রতি সার পি, সি, রায়, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমাজের আটজন বিশিষ্ট

ব্যক্তি একযোগে প্রত্যেক সভ্যের নিকট যে চিঠীখানা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। এমতঅবস্থায় সমাজের কোনপ্রকার কাজের সহিত আর নিজকে যুক্ত রাখা উচিত মনে করিতেছি না। উপসংহারে ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সমাজের "সম্মানিত সভ্য" নিয়োগ প্রস্তাবের সহিত আমার পদত্যাগের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

ইতি একান্ত অনুগত

(স্বাঃ) শ্রীহরকান্ত বসু।

মন্তব্য :—রামানন্দ বাবুদের চিঠির উল্লেখ আছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিয়াছি। হরকান্ত বাবু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ প্রস্তাবের সহিত তাঁহার পদত্যাগের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

নরেন্দ্রবাবুর পত্র

শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার পদত্যাগ পত্রের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই; আমি বরাবর রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচনের পক্ষে ভোট দিয়া আসিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও নির্ব্বাচনের পক্ষেই ভোট দিব।" সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ পত্র আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সময়াভাব তাঁহার পদত্যাগের প্রধান কারণ।

সভাপতির পত্র

Dear Brother,

At the adjourned Annual Meeting of the 28th January, the Secretary, on behalf of the Executive Committee of the S. B. Samaj withdrew the recommendation for election of Dr. Rabindranath Tagore as honarary member. As none but the Ex. Committee

has the right according to the rule of the Samaj to recommend or propose the election of an honorary member I as President of the meeting declared the item in the Agenda withdrawn.

On this several members questioned the right of the Ex. Committee to withdraw and of the President to declare it withdrawn, created disorder, used insulting expressions and demanded that I should vacate the chair.

At the adjourned Annual meeting of the 26th February the same members who questioned the right of the Ex. Committee to withdraw its recommendation passed a resolution unanimously which says "The Ex. Committee having cancelled their resolution of the 6th January whereby they had withdrawn their recommenda- of the 9th December 1920, and there being no constitutional difficulation as to the election or otherwise of Dr Rabindranath Tagore as honorary member," etc.

As I find it difficult to conduct the business of the meetings of the Samaj peacefully according to its constitution, as many members have shown utter want of consideration for the dignity of the office I have the honour to hold, I beg to resign the office of the President.

Yours fraternally
(Sd.) KRISHNAKUMAR MITRA

মন্তব্য :—

(১) এই পত্রখানি ২রা মার্চ্চের পরে লিখিত হইয়াছে।

(২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত বার্ষিক সভার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত কথা বলা হয় নাই। পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক যে ২৮শে জানুয়ারি তারিখেই সভাপতি মহাশয় স্বয়ং তাঁহার ruling withdraw করিয়াছিলেন।

(৩) প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার অধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ৭ জন আইনজ্ঞের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। এই সাতজন একমত হইয়া পরামর্শ দেন যে referendum দ্বারা বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হউক। এই পরামার্শ অনুসারে ১৬শে ফেব্রুয়ারির নির্দ্ধারণ স্থির হয়।

(৪) কৃষ্ণবাবু স্বয়ং এই ২৬শে তারিখের নির্দ্ধারণে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শুধু ২৬শে তারিখে নয়, তাহার ৬ দিন পূর্ব্বে, Mr. S. R. Das এর বাড়িতেও (২০শে ফেব্রুয়ারি) তিনি এই নির্দ্ধারণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

(৫) তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র কারণ দিয়াছেন এই যে অনেক সভ্য রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কোনও প্রকার গোলমাল হয় নাই, একজন সভ্যও অশান্তির সৃষ্টি করেন নাই, বা অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করেন নাই। যাহা কিছু গোলমাল সমস্তই ২৮শে জানুয়ারি তারিখেই হইয়াছিল। তবে ২৮শে জানুয়ারির পরেই পদত্যাগ না করিয়া একমাস পাঁচদিন অপেক্ষা করিলেন কেন? এবং যদি অপেক্ষাই করিলেন, তবে ১৯শে মার্চ্চের নির্ব্বাচন তারিখের মাত্র ১৬ দিন পূর্ব্বে পদত্যাগ করিলেন কেন?

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পদত্যাগ

সবিনয় নিবেদন

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানা পত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের আমাদিগের প্রতি অনাস্থা জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে এখন মনে করিতেছেন যে আমরা আপনাদিগের হস্তে সমাজের কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা রাখিতে দৃঢ়সংকল্প। তৃতীয়তঃ, কিছুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে যাঁহাদের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য হয় যদিও আমরা তাঁহাদের সঙ্গে সাধ্যমত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করি, তথাপি পদে পদে তাঁহাদের দ্বারা আমাদিগকে ব্যাহত হইতে হয়। এইরূপ সংঘর্ষণে অনেক সময় নষ্ট ও শক্তিক্ষয় হইতেছে এবং আমাদিগকে অত্যন্ত অশান্তিভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় আমরা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য থাকিতে একেবারে অসমর্থ।

সুতরাং আমরা এই পত্রদ্বারা উক্ত সভার সভ্যপদত্যাগ করিতেছি।
১লা মার্চ্চ ১৯২১।

মন্তব্য :—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি আটজন সভ্য এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই পত্রখানিতেও রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই, এবং সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও কোন কথা বলা হয় নাই।

মহাশয়,

শশীভূষণ দত্ত প্রমুখ ১২ জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। আমি এই ১২ জনের একজন।

অনেকে এই কথা বলিতেছেন যে আমরা আমাদের পত্রে স্পষ্টতঃ অথবা প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলিয়াছি। আমার নিজের বিবেচনায় এরূপ অবস্থায় আমার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য থাকা উচিত নহে। আমি উক্ত সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলাম। আপনি অবিলম্বে অধ্যক্ষ সভায় আমার শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞাপন দিবেন।

বিনীত নিবেদক

৫ই মার্চ্চ, ১৯২১। (স্বাঃ) শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

মন্তব্য :—৩রা মার্চ্চ কমিটির অধিবেশন হইয়া যাইবার দুইদিন পরে এই পদত্যাগ পত্র লিখা হয়। পরের সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, কোনো প্রকার আলোচনা না করিয়া circulation এর দ্বারা এই পদত্যাগ-পত্রের বিজ্ঞাপন বাহির করা হইল।

পদত্যাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করা পদত্যাগের কারণ বলিয়া একখানি পত্রেও উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রদ্ধেয় অন্নদাবাবু ও নরেন্দ্রবাবুর পদত্যাগের প্রধান কারণ সময়াভাব। এই দুইজন ও শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের পদত্যাগের কথা বাদ দিলে বাকী দশজনের পদত্যাগের

সাক্ষাৎ কারণ এই যে সমর্থনকারীদিগের কোন এক বিশেষ বর্ণনাপত্র প্রকাশিত হওয়ায়, এই দশজনের সম্বন্ধে সভ্য সাধারণের মনে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বর্ণনাপত্রে যদি কোন ভুল অথবা অন্যায় কথা বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহারা সহজেই দেখাইয়া দিতে পারিতেন। ভুল প্রদর্শন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিত না। কেহই বর্ণনাপত্রে কোনো ভুল হইয়াছে দেখাইলেন না অথচ পদত্যাগ করিলেন। এখনো পর্য্যন্ত কেহ একটিও ভুল প্রদর্শন করেন নাই, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বর্ণনাপত্রে ভুল নাই তবে বলিতে হইবে এই যে কর্ত্তৃপক্ষগণ ন্যায্য ও সত্য সমালোচনাতেও বিরক্ত হইয়া একযোগে কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে ১৯শে মার্চ্চ। তাহার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সকলে একযোগে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করায় মফস্বলে নানাপ্রকার ভুল ধারণা জন্মিয়াছে। মফস্বলে অনেকে মনে করিয়াছেন এই যে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিবার প্রস্তাবই পদত্যাগের কারণ। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে অবান্তর ও অসঙ্গত বাধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে একযোগে পদত্যাগ ব্যাপারে ভীত হইয়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি মাত্র আর দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিতেন তবে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইত না।

আরেকটি কথা বলা আবশ্যক। বর্ণনাপত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোনো কার্য্যের সমালোচনা করা হয় নাই। তবে ইঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন কেন? কেহ পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলে এই পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করাই প্রচলিত রীতি। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? ইঁহাদিগকে

পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য Committee অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করা হইল কেন? আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিলে কি কোনো ক্ষতি হইত?

কৃষ্ণবাবুর আরেকটি পত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ৫ই মার্চ্চ

শশীবাবু, হেরম্ববাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু, সীতানাথবাবু, বরদাবাবু প্রভৃতি কার্য্যানির্ব্বাহক সভার সভ্য ও সম্পাদক হরকান্তবাবু সহকারী সম্পাদক অন্নদাবাবু, নরেন্দ্রবাবু ও আমি পদত্যাগ করিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে অবিলম্বে এমন কিছু করিবেন যাহাতে গিরিডি এবং অন্যান্য স্থানের আপনার পরিচিত ব্রাহ্মগণ রবিবাবুকে ভোট না দেন। আপনার

(স্বাঃ) শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

মন্তব্যঃ—(১) পত্রখানি গিরিডির একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট লিখিত হইয়াছিল। তিনি এই পত্রখানি গিরিডির সভ্যগণের নিকট circulate করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

(২) পদত্যাগপত্রে যে সকল কারণের উল্লেখ আছে, তাহাই যদি পদত্যাগের প্রকৃত কারণ হয়, তবে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবুর পত্রখানি দ্বারা কি এরূপ ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই যে রবিবাবুকে সম্মানিত সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করাই পদত্যাগ পত্রের কারণ? এরূপ ধারণাজন্মিলে, নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অবান্তর ও অসঙ্গত বাধা উপস্থিত হইবার কি কোনো সম্ভাবনা নাই?

(৩) ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে কেন রবিবাবুর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আবশ্যক, সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবু কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

(৪) ব্যক্তিগত পত্র লেখা সম্বন্ধে আপত্তি নাই। কিন্তু পদত্যাগ ব্যাপারের উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি না।

উত্তর প্রত্যুত্তর

১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ দত্ত প্রমুখ সমাজের ১২জন বিশিষ্ট সভ্য, রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করিবার বিরুদ্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত করেন। তৎপরে, এই পত্রের সমালোচনা করিয়া সমর্থনকারীদিগের পক্ষ হইতে একখানি বর্ণনাপত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশ করা হয়। এই বর্ণনাপত্র যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছাপা হয় নাই। কিন্তু শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮জন সভ্য এই বর্ণনা পত্রের ভূমিকা স্বরূপ একটি covering letter লিখিয়া দিয়াছিলেন। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে, প্রথম পত্রের দ্বাদশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে দশজন আরেকখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রে বলা হইয়াছে যে সমর্থনকারীদিগের "বৃত্তান্তে অনেক অমূলক ইঙ্গিত ও অভিযোগ আছে।" অথচ এই গুরুতর কথার সমর্থনে একটিও প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থিত করা হয় নাই। আলোচনা না করিবার কারণ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—"বৃত্তান্ত লেখকদের নামও অজ্ঞাত সুতরাং আমরা ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।" যাঁহার উত্তর দেওয়াই আবশ্যক মনে করেন না, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পদত্যাগ করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ?

এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর কথা নিম্নে ছাপিতেছি।

রামানন্দ বাবুর বক্তব্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি বর্ণনাপত্রের প্রতি ঐ সমাজের সাধারণ সভ্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যে চিঠিতে আমি স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহা কিরূপে করিয়াছি বলা আবশ্যক।

উক্ত বর্ণনাপত্র আমাকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনান হয়। শুনিবার সময় আমি স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন ও সংযোগ করিতে বলি, এবং তাহা করা হয়। তদ্ভিন্ন আরও যে যে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ছাপিবার পূর্ব্বে করা হইবে তাহাও আমাকে জানান হয়। তাহার পর আমি পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে আমার নাম ছাপিতে অনুমতি দিয়াছিলাম। অনুমতি দিবার পূর্ব্বে বা পরে আমার কোন সন্দেহ হয় নাই এবং এখনও কোন সন্দেহ নাই যে, আমাকে যাহা জানান হয় নাই এমন কোন কথা বর্ণনাপত্রে সংযুক্ত হইয়াছে বা আমাকে যাহা জানান হয় নাই উহাতে এমন কোন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বর্ণনাপত্রে লিখিত সমস্ত কথা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অবশ্য লেখকদের; কিন্তু তাহা হইলেও আমার যদি সন্দেহ হইত যে উহাতে কোন অসত্য কথা আছে, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে স্বাক্ষর করিতাম না। আমি এখনও মনে করি না যে বর্ণনাপত্রে কোন অসত্য কথা আছে।

এই বর্ণনাপত্রের কেহ কোন উত্তর দিতে চাহিলে তাহা সহজেই করা যাইতে পারিত ও পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এমন অনেক লেখা ছাপিয়া থাকেন যাহাতে লেখকের নাম থাকে না বা ছদ্মনাম থাকে; কিন্তু লেখকের নাম জানা না থাকিলেও লেখার প্রতিবাদ, ভ্রমসংশোধন বা উত্তর সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও বর্ণনাপত্রের প্রতিবাদ বা উত্তর দান, আমার নাম ও ঠিকানা জানা থাকায়, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ছিল না এবং এখনও নহে। বর্ণনাপত্রে লেখকদের নাম না-থাকা একটা বাধা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইতি।

স্বাক্ষর

১৩ই মার্চ্চ ১৯২১, । শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনা সম্বন্ধে নিবেদন

নাম না-থাকা যদি আলোচনা করিবার পক্ষে একমাত্র অন্তরায় হয়, তবে সে বাধা দূর করিতে আপত্তি নাই। বর্ণনাপত্রের দায়িত্ব শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ও আমি প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতেছি। যদি কেহ ইচ্ছা করেন বর্ণনাপত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারেন। বর্ণনাপত্রের প্রতিবাদ অথবা ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আমার নিকট পত্রও লিখিতে পারেন (আমার ঠিকানা নীচে পাইবেন)। আশা করি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পক্ষে আর কোনো বাধা রহিল না।

আরেকটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আজ পর্য্যন্ত কেহ আমাদের বর্ণনাপত্রে একটিও ভুল fact, একটিও ভুল প্রমাণ অথবা একটিও ভুল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই অথবা করেন নাই।

আপত্তির কারণ

৪ঠা তারিখের পত্রে বলা হইয়াছে যে "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিতে আমাদের যে আপত্তি আছে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে পুনঃ পুনঃ সে আপত্তির কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এ সকল ব্যক্তিগত কথা ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে কিংবা সাধারণ সভাতে আলোচনা করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় গত দুই বৎসরের মধ্যে যে কয়দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, আমি স্বয়ং সমস্তক্ষণ সভায় উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিলে "কেহ কেহ প্রাণে গভীর ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিবেন", এই কারণটিকেই নানা ভাষায়, নানা আকারে, নানা প্রকারে বারংবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আলোচনা

করা হইয়াছে*। এই কারণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত—"রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করিলে কাহারো কাহারো মনে গভীর যাতনার উদ্রেক হইবে"—এইরূপ ব্যক্তিগত কথা লইয়া অধিক আলোচনা করা আমরাও বাঞ্ছনীয় বা সমাজের পক্ষে গৌরবজনক মনে করি না। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যক্তিগত আলোচনা হয় নাই; হইয়াছিল শুধু কাহারো কাহারো ব্যক্তিগত গভীর যাতনার কথা।

এ স্থলে আরেকটি কথাও খুলিয়া বলা প্রয়োজন। দশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে অধিকাংশ (অর্থাৎ অন্ততঃ ছয়জন) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজেদের কোনো আপত্তির কথা কখনো প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের একমাত্র আপত্তি সেই "অমুক অথবা অমুকের প্রাণে গভীর ক্লেশ।"

বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন যদি রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত না হন তবে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে কাহারও কাহারও মনে ক্লেশ হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে কি তাহা অপেক্ষা অধিক লোকে মনে ক্লেশ পাইবেন না? শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়া কি সমাজের মঙ্গল হইবে?

---

* বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিলে কেহ কেহ কেন যে গভীর যাতনা অনুভব করিবেন তাহার কোনো কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই।

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

দীর্ঘ আলোচনা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। শেষ করিবার পূর্ব্বে মূল বক্তব্যটিকে পুনরায় স্মরণ করা আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্ব্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জ্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্ব্ব-ভৌমিকতার মূল মন্ত্র—বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্ব্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্ম-সমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী।

রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাস প্রবন্ধ ও ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার সুমহান আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের জীবনে, তাঁহার নানা বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই।

রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না, তাহাকে আমরা অশ্রদ্ধাও করিব না। এই আপত্তির মধ্যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিপদসঙ্কুল অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাইতেছি। কঠিন সতর্কতার সহিত অন্তকে

পরিহার করিয়া চতুর্দ্দিকের বাধা বিপত্তি প্রলোভনের মধ্যে কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা তাহার নির্ম্মম রিক্ততা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে একদিন রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ সেই সঙ্কীর্ণতার প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের আপত্তিকে শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু একান্ত করিয়া দেখিব না। ব্রাহ্মসমাজে "না"—এর মাপকাঠি দিয়া বিচার করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে; মানুষ কি করিতে পারে নাই, কোথায় তাহার অভাব পড়িয়াছে, এ সমস্তই ছোট কথা। সে কি করিয়াছে, সে কি দিয়াছে, ইহাই বড় কথা।

আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপত্তি প্রায় সমস্তই ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রসূত। তথাপি বলিব না যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি নাই। কারণ আমাদের মাপকাঠির বিচারে তিনি নির্দ্দোষ কি না ইহাই বড় কথা নহে। তাঁহার দোষ ত্রুটি আছে স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহার সমস্ত দোষ ত্রুটি অপেক্ষা তিনি বড় বলিয়াই তাঁহাকে চাই।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আজ "নেতি" হইতে "ওঁ ইতি"তে যাইবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই নূতন যাত্রাটিকে সূচনা করিতেছে, তাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই। তাঁহার এই বাণী শুধু একটি আদর্শ মাত্র নহে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে ইহা মূর্ত্ত। তাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানুষ, সেই মানুষটিকেই আমরা চাই। আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই।

১৫ই মার্চ্চ, ১৯২১ — শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

২১০, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা।